সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম

যুক্তি ও প্রামাণ্যতার নিরিখে

বুটা সিং নামের এক শিখ তরুণ মাত্র ১২ বছর বয়সে এ বইটি অধ্যয়ন করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। সেই তরুণ আজকের ইতিহাসে ইমামে ইনকিলাব মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি নামে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

রচনায়

মাওলানা উবায়দুল্লাহ মালিরকোটলায়ি রহ.

[পূর্বনাম, অনন্ত রাম]

সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম

যুক্তি ও প্রামাণ্যতার নিরিখে

মাওলানা উবায়দুল্লাহ মালিরকোটলায়ি রহ.
[পূর্বনাম, অনন্ত রাম]

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল হাসান

সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম
প্রথম প্রকাশ : মে-২০১৪ খ্রি.
সর্বশেষ মুদ্রণ : মার্চ-২০২১ খ্রি.
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-50-5
Web : maktabatulhasan.com

Fixed Price : 140 Tk

Sonaton Hindu Dhormo O Islam
by Maolana Ubydullah (Rah.)
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com Fb/maktabahasan

অ র্প ণ

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
সুরুচিসম্পন্ন একজন শিক্ষক..
শব্দের সব্যসাচী একজন লেখক..
সর্বোপরি
মুগ্ধতা ছড়ানো একজন মানুষ...

✍ অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

আজ থেকে প্রায় নয় বছর আগের কথা। আমি তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাট চুকিয়ে সদ্য দেওবন্দ ফেরত তালিব। এখনও খেদমতেও জড়িয়ে পড়িনি। আশুলিয়ার দিল-আলয় থেকে প্রতিদিনই জামিয়া বারিধারায় আসা-যাওয়া করতে হতো। উদ্দেশ্য হতো, উসতাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে নিজের হাড়-গোড়ের ওপর জেকে বসা আস্তরণগুলো ঝেরে ফেলা। এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো অষ্টপ্রহর।

একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী সাহেবের সাথে সম্পর্ক করো। তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করো। তিনি একজন বিশুদ্ধ চেতনাবাহী সাহিত্যিক।

তারপর থেকে নিয়মিত আমি বায়তুল মুকাররমের নিচতলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিসে আসতাম। তাঁর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হতো। আদ্যোপ্রান্ত মাটির মানুষ ছিলেন তিনি। তখন ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝিনি যে, তিনি তাঁর জীবনের খেলাঘরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। অথচ কতোটা সাবলীলভাবে এই উড়ে এসে জুড়ে বসা অবোধ তরুণকে কাছে টেনে নিয়েছেন। ছায়া দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন। দিয়েছেন আগামীর পথচলার অনিঃশেষ পাথেয়।

একদিন তিনি আমার দিকে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মূল কপি 'তুহফাতুল হিন্দ' বাড়িয়ে দেন। সাহস যোগিয়ে বলেন, আমি জানি, তুমি এর অনুবাদ করতে পারবে। এটির অনুবাদের কাজ শুরু করে দাও। কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বইটি হাতে তুলে নিই। কিন্তু অনুবাদে হাত দিতেই চমকে ওঠি। মঙ্গলগ্রহের নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে আমার মতো নিধিরাম সর্দার কী করে পথ চলবে? অজস্র হিন্দুধর্মীয় দেব-দেবীদের নাম, অঞ্চল ও ভূখণ্ডের নাম, উর্দুর বুক থেকে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ বের করার সেকী জ্বালা! মর্মে অনুভব করেছি। দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমার হাতের বইটি ছিলো, সংশোধিত ও পরিমার্জিত 'সহজ' সংস্করণ। উর্দুতে যাকে বলা হয় 'তাসহিল'। আড়াইশ

বছর আগের উর্দু সাহিত্য যখন বর্তমান প্রজন্মের উর্দু ভাষীদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছিলো, তখন পাকিস্তানের জনৈক ভদ্রলোক সেটিকে উর্দু ভাষার বর্তমান কাঠামোতে রূপান্তরিত করেন। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার বলি হয়ে অনেক কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব, স্থান ও দেব-দেবীর নাম তার সঠিক উচ্চারণ হারিয়ে ফেলে। যা উদ্ধারকালে চরম বেগ পোহাতে হয়েছে।

অনুবাদের মাঝপথে আমার কর্মস্থল থেকে মূল বইটি হারিয়ে যায়। তখন হন্যে হয়ে গোটা ঢাকা চষে বেড়ানোর পর অবশেষে মারকাযুদ দাওয়াহ'র যাত্রাবাড়ির তৎকালীন অস্থায়ী পাঠাগার থেকে একটি নুসখা সংগ্রহ করি। পরবর্তীতে বুঝতে পারি, এটি ছিলো মূল লেখকের লেখা প্রথম সংস্করণ। যার সাথে বর্তমান 'তাসহিলীয়' সংস্করণকে মিলাতে গিয়ে দ্বিতীয়বার গলদঘর্ম হতে হয়েছে। এভাবে বারংবার অনুবাদ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

বারংবার হোঁচট খেয়ে খেয়ে অবশেষে অনুবাদের কাজটি কোনোমতে শেষ করি। তবে অনুবাদের কাজটি যথাযথভাবে এখনো শেষ হয়নি। কারণ হলো, বেশ কিছু স্থান ও চরিত্রের নামের সঠিক উচ্চারণ অক্লান্ত খোঁজাখুঁজি করে আজও উদ্ধার করতে পারিনি। পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম [লেখক, কালীচরণের মাথায় টুপী] এক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু স্থানে তাঁকেও হয়রান হতে হয়েছে। উপায়ন্তর না দেখে এ অবস্থাতেই আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। যাতে, কোনো সচেতন পাঠক এ সম্পর্কিত তথ্য জেনে থাকলে আমাদের জানানোর সুযোগ পান। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেয়া হবে। এছাড়াও অন্য কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তা জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইলো।

বিনীত

আবদুল্লাহ আল ফারুক

দিল-আলয়, আশুলিয়া

সূ । চি । প । ত্র

প্রশংসা ও স্তুতি ১৫
আলোর প্রথম ছটা ১৬
কলমের ভাষায় আবেগের বহিঃপ্রকাশ ১৮
নিবেদন ১৯

প্রথম অধ্যায়, বিশ্বাস

প্রথম প্রসঙ্গ : আল্লাহর পরিচয় ২৮
হিন্দুধর্মে প্রভুর পরিচয় ৩০
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : অবতার সমীক্ষা ৪০
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : ফেরেশতা ৪৪
তৃতীয় প্রসঙ্গ : আসমানি গ্রন্থ ৫৩
কুরআনুল কারিমের বৈশিষ্ট্য ৫৩
প্রথম বৈশিষ্ট্য ৫৪
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ৫৪
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ৫৪
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ৫৫
পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ৫৫
ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ৫৬
সপ্তম বৈশিষ্ট্য ৫৬
চতুর্থ প্রসঙ্গ : পথনির্দেশের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি ৫৭
নবিজির মুজিযা ৬০
ধূলোয় একাকার কাফিরের চোখ ৬০
খন্দকের রণাঙ্গনের প্রথম ঘটনা ৬১
খন্দক-যুদ্ধের দ্বিতীয় ঘটনা
অল্প খাবারে সমগ্র সামন্তের ভরপুর আপ্যায়ন ৬১

হুদায়বিয়ার যুদ্ধ ৬২
গুইসাপের সাক্ষ্য ৬২
স্তম্ভের অশ্রুসিক্ত সাক্ষ্য ৬৪
পাহাড়ের কান্না, বৃক্ষের উপস্থিত হওয়া ও উটের বাক্যালাপ ৬৪
কঙ্করের তাসবিহ পাঠ ৬৫
বৃক্ষ কাছে এসে সালাম করল। দু'ভাগ হয়ে গেল কুল বৃক্ষ ৬৬
এক পেয়ালা দুগ্ধে অজস্র ব্যক্তির পরিতৃপ্তি ৬৬
বালকের সুস্থ হওয়া ৬৭
সবচেয়ে বড় মুজিযা ৬৭
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. ৭৫
হযরত উমর ফারুক রাদি. ৭৬
হযরত উসমান গনি রাদি. ৭৭
হযরত আলি মুরতজা রাদি. ৭৮
হযরত হাসান রাদি. ৭৯
হযরত হোসাইন রাদি. ৭৯
হযরত আবু হানিফা রহ. ৮০
হযরত শায়েখ আবদুল কাদির জিলানি রহ. ৮১
হযরত উয়াইস কারনি রহ. ৮২
হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রহ. ৮২
হযরত শাহ আবদুল আজিজ রহ. ৮৩
হযরত ইসমাইল শহিদ দেহলবি রহ. ৮৩
মাওলানা আবদুল হাই লখনবি রহ. ৮৩
হযরত আবু আলি কলন্দর পানিপথি রহ. ৮৪
হিন্দুধর্মের গুরুজন ৮৫
ব্রহ্মা ৮৫
একটি ঘটনা ৮৮
পঞ্চম প্রসঙ্গ : মহাপ্রলয় ৮৯
বেদান্ত শাস্ত্র ৯২
শঙ্খ শাস্ত্র ৯২

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ৯৩
ইসলামের আরকান ৯৪
হিন্দু দলগুলোর অবস্থা ৯৪
ষষ্ঠ প্রসঙ্গ : উপাসক ৯৫
হিন্দু উপাসকদের নাম ৯৭
একটি ঘটনা ১০৩
সূর্য ও চন্দ্র ১০৪
হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জবাব ১০৬
মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতি উত্তর ১০৯
সুফিদের চার তরিকা ১১৪
উত্তর ১১৬
লক্ষণীয় বিষয় ১১৭
জৈনী ও স্রাওগী ১২০
একটি ঘটনা ১২০
নানকপন্থী ১২০
দশ গ্রন্থী পুঁথি ১২১
হিন্দুধর্মমতে নক্ষত্রের ক্ষমতা ১২২
সপ্তম প্রসঙ্গ : ইসলামধর্মে মাযহাবগত মতভেদ ১২৫
হিন্দুদের বড় বড় মাযহাব ১২৭
বেদান্তশাস্ত্র ১২৭
মীমাংসাশাস্ত্র ১২৮
ন্যায়শাস্ত্র ১২৮
অষ্টম প্রসঙ্গ : আহ্বান ১৩২
একটি ঘটনা ১৩৬
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আপত্তি ১৪১
হোলি উৎসবের নেপথ্যে ১৪৩
পিতৃপুরুষের অনুকরণ ১৪৩
ইসলামে মাযহাব ও মতাদর্শগত ভিন্নতা ১৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়, বিধি-বিধান

প্রথম প্রসঙ্গ : পবিত্রতা-অপবিত্রতা ১৫০
হিন্দু ধর্মমতে অপবিত্রতা ১৫২
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : নামাজ ১৫৫
তৃতীয় প্রসঙ্গ : রোজা ১৫৯
চতুর্থ প্রসঙ্গ : দান-সদকা ১৬১
পঞ্চম প্রসঙ্গ : হজ ১৬৩
ষষ্ঠ প্রসঙ্গ : পুণ্য প্রেরণ বা ইসালে সাওয়াব ১৬৬
হিন্দুধর্মমতে পুণ্য প্রেরণের পদ্ধতি ১৬৭
ক্রিয়াকর্ম ১৬৮
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আপত্তি ১৭০

তৃতীয় অধ্যায়, সামাজিক রীতি-নীতি

প্রথম প্রসঙ্গ : বিবাহ সম্পর্কে ১৭৪
সম্পর্কোচ্ছেদ ১৭৪
হিন্দুধর্মমতে বিবাহ ১৭৫
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিন্তাধারা ১৭৭
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : হালাল ও হারাম ১৭৮
তৃতীয় প্রসঙ্গ : সাক্ষাতের শিষ্টাচার ১৮০
চতুর্থ প্রসঙ্গ : উদ্বোধন ১৮২
পঞ্চম প্রসঙ্গ : বংশকৌলিন্য ও পেশা ১৮৩
ষষ্ঠ প্রসঙ্গ : বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা ১৮৭

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর আপত্তি ১৯১
ভূমিকা ১৯২
আপত্তি নং ১ .....১৯২
মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তর ১৯৩
কে এই মুসায়লামা? ১৯৫

আপত্তি নং ২ ও তার উত্তর.....১৯৬
আপত্তি নং ৩ ও তার উত্তর ১৯৮
আপত্তি নং ৪ ও তার উত্তর.....১৯৯
আপত্তি নং ৫ ও তার উত্তর ১৯৯
আপত্তি নং ৬ ও তার উত্তর ২০১
আপত্তি নং ৭ ও তার উত্তর.....২০১
আপত্তি নং ৮ ও তার উত্তর ২০১
আপত্তি নং ৯ ও তার উত্তর.....২০৩
আপত্তি নং, ১০ ও তার উত্তর..... ২০৪

ইসলামের সৌন্দর্য

১. একত্ববাদ.....২০৫
২. নবি করিম সা. এর সুন্নতের অনুসরণ ২০৫
৩. আকিদার পরিশুদ্ধি ২০৬
৪. নামাজের মাধ্যমে শান্তিলাভ.....২০৬
৫. ইসলামি সংবিধান.....২০৬
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ২০৭
৬. চারিত্রিক মূল্যবোধ ২০৭
৭. কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধতা.....২০৮
৮. সৎ ও গুণীজনের প্রাচুর্য ২০৮
৯. ইসলামি বিধানের যৌক্তিকতা.....২০৮
১০. নবি করিম সা. এর অসামান্য ব্যক্তিত্ব.....২০৮
১১. মহামনীষীদের অতি সাধারণ সরল জীবন.....২০৮
১২. সামাজিক যূথবদ্ধতা.....২০৯
১৩. নারীদের জন্য পর্দার বিধান ২০৯
১৪. নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধ.....২০৯
১৫. বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা.....২১০
১৬. অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সরল স্বীকারোক্তি.....২১১

প্রশংসা ও স্তুতি

সেই পবিত্র সত্তার শোকর কোনোভাবেই আদায় করা সম্ভব না, যিনি বৈচিত্র্যময় এই প্রকৃতি সৃষ্টি করে মানবজাতিকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলেছেন এবং তাকে 'বিবেক'র ন্যায় প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে মিথ্যা হতে সত্যকে আলাদা করে নিজ প্রভুর পরিচয় জানতে পারছে। সে যদি এই জ্যোতির্ময় প্রদীপকে ধুলোবালি ও রিপুর তাড়না থেকে বাঁচিয়ে তার আলোকে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদকে পরখ করে দেখে তা হলে নিঃসন্দেহে মিথ্যা ধর্ম ও অলিক মতবাদগুলোর উপর বিরাগভাজন হয়ে সত্য ধর্মের সুশীতল ছায়ায় এসে নিজেকে স্রষ্টার সন্তুষ্টির সামনে সঁপে দেবে।

যেহেতু মানবপ্রকৃতির মাঝে উদাসীনতা রয়েছে তাই প্রবৃত্তির অন্ধকার হতে বিবেকের স্বচ্ছ মানিক আলাদা করে রাখা মুশকিলই বটে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আপন নিখাঁদ প্রজ্ঞায় যুগে যুগে সকল মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরা পবিত্র ধর্মকে অন্যান্য ক্লেদাক্ত ধর্ম হতে আলাদা করে সকল মানুষকে সেইদিকে পথ দেখাবেন এবং মানবসম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যকে কুফর ও শিরক হতে উদ্ধার করে ইমানের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। বিশেষকরে আমাদের সরদার সাইয়েদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন; এই লক্ষ্যে যে, তিনি আমাদেরকে পিতৃপুরুষের রুসম-রেওয়াজের

অন্ধকার হতে বের করে সঠিক পথের দিশা দেবেন। তিনি মা-বাবার চেয়েও অত্যধিক অনুগ্রহশীল ছিলেন বিধায় ইহকাল-পরকালের ছোট থেকে আরও ছোট লাভ-লোকসান বাতলে দিয়েছেন। এমন শ্রেষ্ঠতম পৃষ্ঠপোষক ও দরদির চরণতলে আমাদের জান কুরবান হোক; কেননা তাঁর মত পৃথিবীবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষী অতীতেও ছিল না, আগামীতেও হবে না।

اللهم صلّ وسلم عليه وعلى أهله وأزواجه وأصحابه أجمعين

আলোর প্রথম ছটা

আমার নাম ওবায়দুল্লাহ। বাবার নাম 'মুনশি কোটেমল'। 'পায়েল' নগরীতে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাবার জীবদ্দশায় পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী থাকা অবস্থায় আল্লাহর রহমত হাত ধরে আমাকে আকর্ষণ করল। তখন আমার চোখের সামনে হিন্দুধর্মের কদর্যতা ও ইসলামের উৎকর্ষ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। তাই আমি মনে-প্রাণে ইসলামধর্ম গ্রহণ করি এবং নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত বান্দাদের মিছিলে আবিষ্কার করি।

আমার খোদাপ্রদত্ত বিবেক আমাকে দ্বিতীয়বার এই পরামর্শ দিল, পিতৃপুরুষের রুসম-রেওয়াজ মেনে চলার মধ্যদিয়ে ধর্মের বাস্তবতাকে খুঁজে বেড়ানোর মত বিভ্রান্তির জালে ফেঁসে থাকাটা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। সেই ভাবনামাফিক আমি জনচর্চিত ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত সব কটি ধর্মের অন্তঃসার অনুসন্ধ্যানে লেগে গেলাম। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি ধর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করলাম। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের উপর প্রচুর গবেষণা করেছি। বড় বড় পণ্ডিতদের সাথে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেছি। ইসলামধর্মের বিভিন্ন কিতাব পড়েছি। অনেক আলেমের সাথে কথাবার্তা বলেছি। মোদ্দাকথা, সবক'টি ধর্ম নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। নিরীক্ষণ করেছি। আমার সামনে তখন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। অন্য ধর্মগুলোকে মনে হল বিভ্রান্তি ও নীতিহীনতার প্রতিচ্ছবি। ইসলামের পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন চরিত্র মাধুরীতে বিশিষ্ট পেয়েছি, যার বর্ণনা পেশ করতে আমার ভাষা